WELCOME

শিক্ষক পরিচিতিঃ

নামঃ মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন আহমেদ

পদবীঃ সহকারী অধ্যাপক

বিভাগঃ ইতিহাস

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ,কুমিল্লা।

শ্রেনীঃ একাদশ (২০১৯——২০২০)

বিষয়ঃ ইতিহাস,২য় পত্র।

(আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস)

সময়ঃ ৪৫ মিনিট কক্ষঃ ২০৫

সম্রাট কাইজার
২য় উইলিয়াম

প্রেসিডেন্ট
ফ্রেডারিক ইবার্ট

প্রেসিডেন্ট
হিন্ডেনবার্গ

ভাইমার অধিবেশনের দৃশ্য

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সভার একাংশ

ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের দৃশ্য

পাঠ শিরোণামঃ

ভাইমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানী

ভাইমার প্রজাতন্ত্র কি?

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। কাউন্সিল অব কমিসারস নামে একটি কার্যনির্বাহক সমিতির হাতে সাময়িকভাবে শাসনভার ন্যস্ত হয়। জাতীয় সংবিধান সভা কতৃক স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থির হবে বলে তারা আশ্বাস দেন। ১৯১৯ সালে নির্বাচনের পর ভাইমার নামক স্থানে জাতীয় সংবিধান সভার অধিবেশনে জার্মানীর জন্য একটি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়। ভাইমারের নামানুসারে নতুন শাসনব্যবস্থার নামকরণ করা হয় ভাইমার প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হন প্রেসিডেন্ট,আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। রাইখস্টাডাট ও রাইখস্টাগ। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১ম প্রেসিডেন্ট হন ফ্রেডারিক ইবার্ট।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সমস্যা ও ব্যর্থতা

১। ভার্সাই স্বন্ধি স্বাক্ষর করার কারনে জার্মান জাতির অপমানের বিষয়টি নাৎসীপার্টি ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে দায়ী করে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে জনগনকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালায়।

২। সরকারের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী কাইজারের আমলের হওয়ায় তারা এ প্রজাতন্ত্রের প্রতি অনুগত ছিল না। অধিকাংশ সেনা ও অফিসার কাইজারের রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত ছিল।

৩। সার উপত্যকা হাতছাড়া হবার কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে।

৪। রূঢ় এলাকা ফ্রান্স দখল করে নেয়ার কারনে জার্মান শিল্পশ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

৫। জার্মানীর উপর ক্ষতিপুরনের যে বিশাল ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তার সংস্থান করা ভাইমার সরকারের আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। স্ট্রেসিম্যান নামক একজন বিচক্ষন নেতা জার্মানীর এ দূর্যোগ সময়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে তার মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার শেষ আশাও নিভে যায়।

৬। ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকটে পড়লে জার্মানীকে ঋণ দিতে অসমর্থ হলে জার্মানী চরম বেকায়দায় পড়ে যায়। শুরু হয় জার্মানীতে চরম অর্থনৈতিক সংকট।

৭। জার্মান কমিউনিষ্ট দল ব্যাভারিয়াতে বিদ্রোহ করলে সে বিদ্রোহ দমনে প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রিয় সরকার ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের জনসমর্থন কমতে থাকে।

৮। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য প্রজাতান্ত্রিক সরকার অস্ট্রিয়ার সাথে শুল্ক সংঘ তৈরীর চেষ্টা করলে মিত্রপক্ষের বাধার মুখে তাও সম্ভব হয়নি।

শেষ কথা

এক দিকে বিশ্বব্যপী অর্থনৈতিক সংকট অন্যদিকে জার্মানীর অভ্যন্তরীণ দুর্যোগ ও মিত্রপক্ষের অসহযোগিতা এমনি এক প্রেক্ষাপটে উগ্র-জার্মান জাতীয়তাবাদ নিয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে নাৎসী নেতা ফুয়েরার হিটলারের। ধ্বংস হয় প্রজাতান্ত্রিক শাসন, শুরু হয় সর্বাত্মকবাদী নাৎসী শাসন। পৃথিবীর আকাশে শুরু হয় কালো মেঘের বিপদঘন্টা।

একক কাজ

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের যেকোন দুটি সমস্যার কথা শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় লিখবে

মূল্যায়নঃ

১। ভাইমার প্রজাতন্ত্র কি?

২। ভাইমার প্রজাতন্ত্র এর প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

৩। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে আইনসভা কয় কক্ষ বিশিষ্ট ছিল?

৪। তোমার মতে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রধান সমস্যা কি ছিল?

বাড়ীর কাজ

০১। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ কর।